ক্রিকেটে একাধিক নতুন নিয়ম চালু করছে আইসিসি

সর্বগ্রাসী করোনাভাইরাসের থাবায় বদলে যাচ্ছে ক্রিকেটের দীর্ঘদিনের নিয়মকানুন। বাড়তি সুইং পেতে বল চকচকে করতে মুখের লালা কিংবা থুতু ব্যবহার করতেন ক্রিকেটাররা। প্রাণঘাতী এ রোগ সংক্রমণের আশঙ্কায় তা নিষিদ্ধ করছে আইসিসি।

ইতিমধ্যে এ নিয়ে বিশ্ব ক্রিকেটের অভিভাবক সংস্থার কাছে প্রস্তাব উত্থাপন করেছে এর ক্রিকেট কমিটি। ভারতীয় কিংবদন্তি অনিল কুম্বলের নেতৃত্বাধীন আইসিসি ক্রিকেট কমিটির প্রস্তাব অনুযায়ী, সাময়িকভাবে আরও কিছু প্রচলিত নিয়ম পাল্টে যাচ্ছে।

এরই মধ্যে উজ্জ্বল করতে বলে লালা ব্যবহারে ভেটো দিয়েছে আইসিসির মেডিকেল অ্যাডভাইজরি কমিটি। তাদের মতোই থুতু নিষিদ্ধ করার পরামর্শ দিয়েছে কুম্বলের ক্রিকেট কমিটি।

তবে ঘামের মাধ্যমে করোনা আক্রান্তের আশঙ্কা নেই। তাই বল পালিশ করার ক্ষেত্রে তা ব্যবহার করা যেতে পারে। এ ছাড়া বলে কোনো কৃত্রিম পদার্থ ব্যবহার টেম্পারিং বা বিকৃতি বলে বিবেচিত হয়। তাই এর অনুমতি দেয়নি ক্রিকেট কমিটি।

এত দিন টেস্ট ম্যাচ পরিচালনা করতেন নিরপেক্ষ আম্পায়াররা। ওয়ানডে ম্যাচে স্বাগতিক দেশ থেকে থাকতেন একজন ফিল্ড আম্পায়ার। টি-টোয়েন্টি ম্যাচ পরিচালনা করতেন স্থানীয় দুই আম্পায়ার।

করোনা-তাণ্ডবে আন্তর্জাতিক বিমান চলাচল তথা যোগাযোগব্যবস্থা বাধাগ্রস্ত হয়েছে। ফলে অন্তর্বর্তীকালীন ভিত্তিতে স্থানীয় আম্পায়ারদের সব ফরম্যাটেই ম্যাচ পরিচালনার প্রস্তাব দিয়েছে ক্রিকেট কমিটি।

সংকটময় পরিস্থিতিতে এলিট প্যানেলের আম্পায়াররা সব ম্যাচ পরিচালনার দায়িত্বে থাকছেন না। তাই তিন সংস্করণেই খণ্ডকালীন ভিত্তিতে প্রতি ইনিংসে একটি করে বাড়তি ডিআরএস নিতে পারবে দলগুলো।

আগামী জুনের শুরুতেই আইসিসির পরবর্তী চিফ এক্সিকিউটিভ (প্রধান

নির্বাহীদের নিয়ে) কমিটির সভা রয়েছে। তাতে ক্রিকেট কমিটির প্রস্তাব অনুমোদনের জন্য পেশ করা হবে। সর্বসম্মতিক্রমে এসব নিয়ম চূড়ান্ত করা হতে পারে।

তথ্যসূত্র: হিন্দুস্তান টাইমস

৪২ লাখ টাকায় বিক্রি হলো মাশরাফির ব্রেসলেট

করোনা দুর্যোগের শুরু থেকেই প্রিয় ক্রিকেট সরঞ্জামাদি নিলামে তুলে অসহায় মানুষদের পাশে দাঁড়িয়েছেন দেশের ক্রিকেটাররা। এবার সেসব অসহায়দের সহায়তার জন্য তহবিল গঠন করতে নিজের পছন্দের ব্রেসলেটটি নিলামে তোলেন বাংলাদেশ জাতীয় ক্রিকেট দলের সাবেক অধিনায়ক মাশরাফি বিন মর্তুজা। ৪২ লাখ টাকায় বিক্রি হয়েছে সেই ব্রেসলেটটি।

রবিবার দিনগত রাতে ‘অকশন ফর অ্যাকশন’ এর মাধ্যমে ব্রেসলেটটি বিক্রি করা হয়। নিলামের শেষ সময় ফেসবুক লাইভে উপস্থিত ছিলেন মাশরাফি। বাংলাদেশের আর্থিক প্রতিষ্ঠানগুলোর সংগঠন বাংলাদেশ লিজিং অ্যান্ড ফাইন্যান্স কোম্পানি অ্যাসোসিয়েশন (বিএলএফসিএ) ব্রেসলেটটি কিনে নেন। তবে সবাইকে অবাক করে দিয়ে প্রতিষ্ঠানের কর্ণধার ব্রেসলেটটি মাশরাফিকেই উপহার দিয়েছেন।

ম্যাশের ব্রেসলেটের ভিত্তিমূল্য ছিলো ৫ লাখ টাকা। ব্রেসলেট বিক্রির পুরো অর্থ দেওয়া হবে মাশরাফির নড়াইল ফাউন্ডেশনের কাছে।

জানি না ছেলে কবে আবার বাবাকে দেখতে পাবে: সানিয়া

আর দশজনের মতো করোনাভাইরাসের কারণে ভোগান্তিতে পড়েছেন ভারতের টেনিস তারকা সানিয়া মির্জাও। একমাত্র ছেলেকে নিয়ে তিনি আছেন ভারতের হায়দরাবাদে। তার স্বামী পাকিস্তানি ক্রিকেটার আটকা পড়েছেন পাকিস্তানের শিয়ালকোটে।

ফেসবুক লাইভে সানিয়া বলেন, সে পাকিস্তানে আটকে গেছে, আমি ভারতে। এমন পরিস্থিতির সঙ্গে মানিয়ে নেওয়া বেশ কঠিন। কারণ আমাদের ছোট একটি সন্তান আছে। আমি জানি না কবে ইজহান (সানিয়া-শোয়েবের ছেলে) কবে তার বাবাকে আবার দেখতে পাবে?

সানিয়া আরও বলেন, আমরা দুজনেই বেশ ইতিবাচক ও বাস্তবমুখী মানুষ। তার ৬৫ বছরের মা সেখানে আছে, তাই শোয়েবের সেখানে থাকাটা বেশি প্রয়োজন। এটাই আমাদের জন্য বেশি কল্যাণকর।
সূত্র: ইন্ডিয়ান এক্সপ্রেস

আমাদের সঙ্গে যা করেন তা ঠিক নয়: রোহিতকে তামিম

শুক্রবার তামিম ইকবালের ফেসবুক লাইভে অতিথি হয়ে এসেছিলেন ভারতের জাতীয় দলের ওপেনার হিটম্যান রোহিত শর্মা।

কথার একপর্যায়ে তামিম বলেন, ‘রোহিত ভাই, আমাদের সঙ্গে যা করেন তা ঠিক না!’

এ কথা শোনামাত্রই ভড়কে যান রোহিত। বলে বসেন, ‘মানে?’

সঙ্গে সঙ্গেই রোহিতকে তামিম ভারমুক্ত করেন, ‘আমি বলছি, আমি বলছি।’

এরপর তামিম বাংলাদেশের বিপক্ষে রোহিতের মারকুটে সব ইনিংসের স্মৃতি রোমন্থন করেন।
তিনি বলেন, ‘২০১৫ সালের বিশ্বকাপে আমাদের বিপক্ষে সেঞ্চুরি করেছেন আপনি। ২০১৭ সালে চ্যাম্পিয়ন্স ট্রফিতেও সেঞ্চুরি করেছেন। এমনকি ২০১৯ বিশ্বকাপেও সেঞ্চুরি করেছেন।’

তামিম বলেন, বিশ্বকাপে সেঞ্চুরির বেলায় আমাকে কৃতিত্ব দিতে হবে। কারণ, আমি আপনার ক্যাচ ফেলে দিয়েছিলাম।

এ কথা শুনে রোহিত হেসে ফেলেন। তিনি জানান, হ্যাঁ, আমার মনে আছে সেই ঘটনা।

তামিম বলেন, ওই ক্যাচ ফেলার কারণে আমাকে নিয়ে যে কী পরিমাণ ট্রল, মিম করা হয়েছে, তা আপনি ধারণাও করতে পারবেন না। এখনও সেই ক্যাচটা নিয়ে কথা শুনতে হয় আমাকে। আসলে আপনার ওই সেঞ্চুরির কারণেই আমরা টুর্নামেন্ট থেকে বাদ পড়ে যাই। আমি সমর্থকদের বোঝাতে পারি না যে অনিচ্ছায় এমন ঘটনা মাঠে ঘটতেই পারে! আমার কাছে এখনও সেই স্মৃতি বড় এক দুঃস্বপ্ন।

তামিমের সেই দুঃসহ স্মৃতিকে হালকা করতে সান্ত্বনা দেন রোহিত। তিনি বলেন, ‘সবাই জেতার জন্যই খেলে। সবাই শতভাগ উজার করে দিতে মাঠে নামে। কেউ মাঠে ক্যাচ ফেলতে যায় না। খারাপও খেলতে চায় না। সবাই দল জেতাতেই চায়। বিষয়টি আসলে খেলারই অংশ।’

প্রসঙ্গত, ভারতের বিপক্ষে বাংলাদেশ ক্রিকেট দলের সবচেয়ে বড় দুশ্চিন্তার কারণ রোহিত শর্মা। ২০১৫ সালের বিশ্বকাপে মেলবোর্নে কোয়ার্টার ফাইনালে রোহিতের ১৩৭ রানের ইনিংসের কারণে হেরে যায় বাংলাদেশ। এর ২ বছর পর চ্যাম্পিয়নস ট্রফির সেমিফাইনালে অপরাজিত ১২৩ রান করেন রোহিত। ২০১৯ সালের বিশ্বকাপে ফের তার ব্যাট ১০৪ রানে এসে থামে।

যুগান্তর

৩৫০ শ্রমিককে ঘরে ফেরালেন সোনু, প্রশংসায় মাতলেন সানিয়া-সাইনারা

জনমনে আলাদা স্থান করে নিলেন বলিউড অভিনেতা সোনু সুদ। মানবিকতার অসাধারণ দৃষ্টান্ত স্থাপন করলেন তিনি। লকডাউনে আটকে থাকা ৩৫০ পরিযায়ী শ্রমিককে ঘরে ফেরালেন পাঞ্জাব বাসিন্দা।

১০টি বাস বুক করে তাদের মহারাষ্ট্র থেকে নিজেদের রাজ্যে ফিরিয়েছেন সোনু। তবে কাজটি মোটেও সহজ ছিল না ৪৬ বছর বয়সী ভারতীয় শক্তিমান খলনায়কের জন্য। মহারাষ্ট্র ও কর্নাটক সরকারের কাছ থেকে বিশেষ অনুমতি নিয়েই এসব শ্রমিক ঘরে ফেরান তিনি।

সোমবার মহারাষ্ট্রের থানে থেকে শ্রমিকদের নিয়ে কর্নাটকের গুলবার্গে রওনা দেয় বাস। সোনু নিজে শ্রমিকদের বিদায় জানাতে বাস টার্মিনালে আসেন। স্বভাবতই তার প্রশংসায় পঞ্চমুখ ক্রীড়া তারকারা। সানিয়া মির্জা থেকে সাইনা নেহওয়াল এবং মণিকা বাত্রারা টুইট করে তাকে শুভেচ্ছা জানিয়েছেন।

ভারতীয় টেনিস তারকা সানিয়া লিখেছেন– বন্ধু! তোমার জন্য অনেক অনেক গর্বিত আমি। অসাধারণ কাজ।

দেশটির ব্যাডমিন্টন সুপারস্টার সাইনা নেহওয়াল লেখেন– মহামারীতে পরিযায়ী শ্রমিকদের বাড়িতে ফেরাতে নজিরবিহীন কাজ সোনুর…। তোমার কর্মকে আমি স্যালুট জানাই।

সোনু এ প্রথম করোনা যুদ্ধে নিজের অবদান রাখলেন না। এর আগে পাঞ্জাবের ডাক্তারদের এক হাজার ৫০০ পিপিই কিট দেন তিনি। এমনকি শ্রমিকদের জন্য মুম্বাইয়ের জুহুতে নিজের হোটেল খুলে দিয়েছেন বলি অভিনেতা।

তথ্যসূত্র: টাইমস নাউ

ক্রিকেটারদের করোনা পরীক্ষার পরামর্শ বিসিবির

সতর্কতা হিসেবে ও সুরক্ষা নিশ্চিতে লকডাউন শেষে সব ক্রিকেটার ও কর্মচারীর করোনা পরীক্ষার পরামর্শ দিয়েছে বাংলাদেশ ক্রিকেট বোর্ড (বিসিবি)। বুধবার বোর্ডের প্রধান চিকিৎসক দেবাশিষ চৌধুরী এ তথ্য জানিয়েছেন।

দেশে এখন পর্যন্ত প্রাণঘাতী এ ভাইরাসে আক্রান্ত হয়েছেন ১১ হাজার ৭১৯ জন। মারা গেছেন ১৮৬ জন।

দেবাশিষ চৌধুরী বলেন, বর্তমান পরিস্থিতিতে খেলোয়াড় ও কর্মচারীদের নিরাপত্তাকে অগ্রাধিকার দিচ্ছে বোর্ড। এ জন্য কোভিড-১৯ পরীক্ষা করা জরুরি। আমরা অবশ্যই তাদের টেস্ট করাতে চাই। বিশেষত ক্রিকেটারদের করোনা পরীক্ষা করা উচিত।

তিনি বলেন, খেলোয়াড়দের লক্ষণ না থাকলেও সরকারের কাছে আমাদের আবেদন জানাতে হবে। সুরক্ষার জন্য আমরা চাই তাদের পরীক্ষা করা হোক।

বর্তমানে সরকারি ল্যাবে কোভিড-১৯ পরীক্ষা করা হচ্ছে। তাদের নিজস্ব প্রটোকলও রয়েছে।

বোর্ডের প্রধান চিকিৎসক বলেন, যদি কারও লক্ষণ না থাকে, তা হলে তাদের পরীক্ষা করতে হবে না। আমরা আশা করছি, বেসরকারিভাবে প্রাণঘাতী এ ভাইরাস পরীক্ষার অনুমতি দেবে সরকার। যতক্ষণ না অন্য কোনো বিকল্প পথ বের হয়, ততক্ষণ আমাদের খেলোয়াড়-কর্মচারীদের পরীক্ষা করতে হবে।

মানবঘাতী করোনাভাইরাস প্রাদুর্ভাবে গেল ১৯ মার্চ সারা দেশে সব ক্রিকেট কার্যক্রম বন্ধ করে দেয় বিসিবি। এর পর গৃহবন্দি রয়েছেন ক্রিকেটাররা। আর বোর্ডের কর্মচারীরা বাসা থেকে কাজ করছেন।

করোনায় বিপর্যস্ত ইতালি, কাজে লাগলো ম্যারাডোনার সেই ১০ নাম্বার জার্সি

দীর্ঘদিন ইতালির নাপোলির হয়ে খেলেছেন ডিয়াগো ম্যারাডোনা। করোনাভাইরাসের হানায় সেই ইতালিই আজ মৃত্যুভূমি। আর এমন পরিস্থিতিতে ম্যারাডোনা নামক মানুষটার খুলে ফেলা জার্সিই আবার কাজে লাগল।

জানা গেছে, নিলামে উঠল ম্যারাডোনার চিরচেনা ১০ নাম্বার জার্সি। যা ৫৫ হাজার ইউরোতে বিক্রি হয়েছে। ম্যারাডোনার জার্সি বিক্রি করে পাওয়া এই অর্থ ইতালির নাপোলিতে করোনার জেরে ক্ষতিগ্রস্ত মানুষের জন্য ব্যবহার করা হবে। ইতালির প্রাক্তন ফুটবলার সিরো ফেরেরা ম্যারাডোনার জার্সিটি নিলাম করেন। ৩৩ বছর ধরে তাঁর কাছে ম্যারাডোনার জার্সিটি ছিল।

ম্যারাডোনার আর্জেন্টিনার বিরুদ্ধেই ইতালির হয়ে সিরোর অভিষেক হয়। ১৯৮৭ সালে একটি আন্তর্জাতিক প্রীতি ম্যাচ থেকেই ম্যারাডোনার সঙ্গে তাঁর গভীর বন্ধুত্ব। সেই ম্যাচেই সিরোকে নিজের সেই জার্সি খুলে উপহার দিয়েছিলেন ম্যারাডোনা। সেই বন্ধুত্ব আরও প্রগাঢ় হয় ম্যারাডোনা নাপোলিতে খেলতে গেলে। ১৯৮৭ এবং ১৯৯০, এই দু’বছর সিরিআ খেতাব জিতেছিল নাপোলি। যে সাফল্যের পেছনে ম্যারাডোনা এবং ডিফেন্ডার সিরোর বিরাট অবদান ছিল।

পরিবারের সকলকে নিয়ে কোয়ারেন্টিনে ইমরুল কায়েস

মেহেপুরে গ্রামের বাড়িতে সপরিবারে হোম কোয়ারেন্টিনে রয়েছেন জাতীয় দলের ক্রিকেটার ইমরুল কায়েস। আজ সোমবার দুপুরে বাবার দাফন শেষে স্বাস্থ্য বিভাগের নির্দেশনায় তিনি কোয়ারেন্টিনে শুরু

করেন।

মেহেরপুর সিভিল সার্জন ডাঃ নাসির উদ্দীন জানান, ক্রিকেটার ইমরুল কায়েস সরকারের নির্দেশনার প্রতি শ্রদ্ধাশীল। যেহেতু তিনি ঢাকা থেকে এসেছেন, তাই পরিবারের সবাইকে নিয়ে নিজ বাড়িতে ১৪ দিনের কোয়ারেন্টিনে করতে বলা হয়েছে। তিনি এখন নিজ বাড়িতে কোয়ারেন্টিাইনে আছেন।

আজ সকালে ঢাকা থেকে তার মরদেহ মেহেরপুর সদর উপজেলার উজ্জলপুর গ্রামের বাড়িতে পৌঁছায়। সকাল সাড়ে ১০টার সময় তার নিজ বাড়ির সামনে জানাযা অনুষ্ঠিত হয়। সামাজিক দূরত্ব বজায় রাখতে প্রশাসনের পক্ষ থেকে আগেই জনাসমাগম নিষিদ্ধ ঘোষণা করা হয়েছিলো। ফলে শুধুমাত্র পরিবারের সদস্যরাই জানাযায় অংশ নেন।

জানাযা শুরুর আগে ইমরুল কায়েস তার বাবার আত্মার মাগফেরাত কামনা করে সবার কাছে দোয়া চেয়েছেন। এছাড়াও দেশের দূর্যোগপূর্ণ এ মুহূর্তে সবাইকে নিয়ে জানাযা করতে না পারায় সবার কাছ থেকে ক্ষমা চেয়েছেন তিনি।

গত ২৩ মার্চ গ্রামের বাড়ি থেকে মেহেরপুর শহরের যাওয়ার পথে শ্যালো ইঞ্জিন চালিত অবৈধ যান নছিমনের ধাক্কায় গুরুতর আহত হন ইমরুল কায়েসের পিতা বানি আমিন বিশ্বাস (৬০)। প্রায় একমাস (২৮দিন) মৃত্যুর সাথে পাঞ্জা লড়ে রোববার রাতে ঢাকার একটি হাসপাতালে শেষ নিঃশ্বাস ত্যাগ করেন তিনি। রাতেই সপরিবারে পিতার মরদেহ নিয়ে গ্রামের বাড়িতে আসেন ইমরুল কায়েস।

২০২১ ক্রিকেট বিশ্বকাপে সরাসরি খেলার সুযোগ পেল যে ৫ দল

করোনা আতঙ্কের মধ্যেই ঘরবন্দি ভারতবাসীর কাছে সুখবর নিয়ে এল ভারতীয় নারী ক্রিকেট দল। ২০২১ সালে ক্রিকেট বিশ্বকাপে (৫০ ওভারের) সরাসরি যোগ্যতা অর্জন করল মিতালি রাজ-হারমানপ্রীত কৌররা।

২০২১ সালের ৬ ফেব্রুয়ারি থেকে শুরু হবে মহিলা ক্রিকেট বিশ্বকাপ। সেই বিশ্বকাপে আয়োজক নিউজিল্যান্ড ছাড়াও সরাসরি অংশ নিতে পারবে আরও চারটি দেশ। এই চারটি দেশ হল অস্ট্রেলিয়া, ইংল্যান্ড, দক্ষিণ আফ্রিকা এবং ভারত। গতকাল বুধবার বিশ্ব ক্রিকেটের সর্বোচ্চ নিয়ামক সংস্থা আইসিসি এ কথা জানিয়ে দিয়েছে।

বর্তমানে অস্ট্রেলিয়া ৩৭, ইংল্যান্ড ২৯, দক্ষিণ আফ্রিকা ২৫ এবং ভারতের আছে ২৩ পয়েন্ট। পয়েন্ট টেবিলে প্রথম চার দলের মধ্যে থাকায় সরাসরি ২০২১ বিশ্বকাপে খেলার টিকিট পেয়ে গেল ভারতীয় নারী ক্রিকেট দল। আয়োজক হিসেবে ছাড়পত্র পেল নিউজিল্যান্ড (১৭ পয়েন্ট)।
চলতি বছরে জুলাইয়ে শ্রীলঙ্কায় বিশ্বকাপ কোয়ালিফায়ার হওয়ার কথা। কিন্তু করোনার জেরে তার ভবিষ্যত অন্ধকারে। কোয়ালিফায়ার ম্যাচ হলে আরও তিনটি দল ২০২১ মহিলা ক্রিকেট বিশ্বকাপে খেলার যোগ্যতা অর্জন করবে। সুত্র-বাংলাদেশ প্রতিদিন

করোনা এবার কেড়ে নিল পাকিস্তানি ক্রিকেটারের প্রাণ

প্রাণঘাতী করোনাভাইরাসের প্রথম আঘাত হানল ক্রিকেটাঙ্গনে। পাকিস্তানের সাবেক ক্রিকেটার জাফর সরফরাজ করোনা আক্রান্ত হয়ে মৃত্যুবরণ করেছেন।

সোমবার মৃত্যুর আগে পেশোয়ারের একটি বেসরকারি হাসপাতালে আইসিইউতে ভেন্টিলেটরে ছিলেন ৫০ বছর বয়সী এই ক্রিকেটার।

বাঁহাতি মিডলঅর্ডার ব্যাটসম্যান সরফরাজ পাকিস্তানের সাবেক আন্তর্জাতিক ক্রিকেটার আখতার সরফরাজের বড় ভাই। তিনি ঘরোয়া ক্রিকেটে বেশি পরিচিত। তার কখনও আন্তর্জাতিক ক্রিকেট খেলার সুযোগ হয়নি। ১৯৮৮ থেকে ১৯৯৪ পর্যন্ত বিস্তৃত ঘরোয়া ক্যারিয়ারে খেলেছেন ১৫টি প্রথম শ্রেণি ও ৬টি লিস্ট ‘এ’ ম্যাচ।

প্রথম শ্রেণির ক্রিকেটে গায়ে ১৫ ম্যাচের ২৫ ইনিংসে ব্যাট করে তার সংগ্রহ ৬১৬ রান, ফিফটি রয়েছে ৪টি।

১৯৯৪ সালে মাত্র ৩৫ বছর বয়সে অবসর নেন সরফরাজ। পরে নাম লেখান কোচিংয়ে।

গত কয়েকদিন করোনায় আক্রান্ত হয়ে বেশ কয়েকজন ফুটবলার ও কোচ মারা গেছেন। সূত্র-যুগান্তর